

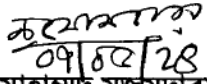
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন
নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ বৈশাখ, ১৪৩১/ ০৭ মে, ২০২৪

নং-৩৫.০৩.০০০০.০০৮.০২৬.০৭৫.২০-২৮৩ — সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা-৪৪ এর উপধারা-১ এবং সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি-১২৫ এর উপবিধি-৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সড়ক/মহাসড়কে মোটরযানের সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক “মোটরযান গতিসীমা নির্দেশিকা, ২০২৪” সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জারী করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর হবে।


০৭/০৫/২৪
(নুর মোহাম্মদ মজুমদার)
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)

‘মোটরযানের গতিসীমা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০২৪’

দেশব্যাপী উন্নত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক বিস্তৃতির ফলে সড়ক ও মহাসড়কে দ্রুতগতির যাত্রী ও পণ্যবাহী পরিবহনের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রায়শ অনাকাঙ্ক্ষিত সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ মোটরযানের অতিরিক্ত গতি ও বেপরোয়াভাবে মোটরযান চালানো। দ্রুতগতির কারণে আঘাতের মাত্রাও হয় অত্যধিক। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৩.৬ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতের সংখ্যা অর্ধেক কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা-৪৪ এবং সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি-১২৫ এর উপবিধি-৪ অনুযায়ী ‘মোটরযানের গতিসীমা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০২৪’ প্রণয়ন করা হলো।

২. সড়ক ও মহাসড়কের শ্রেণিভেদে মোটরযানের শ্রেণি/ধরণ অনুযায়ী গতিসীমা নিম্নরূপ:

সড়ক/মহাসড়কের শ্রেণি	মোটরযানের শ্রেণি/ধরণ					
	মোটরকার, জিপ, মাইক্রোবাস ইত্যাদি হালকা যাত্রীবাহী মোটরযানের সর্বোচ্চ গতিসীমা (কি:মি:/ঘণ্টা)	বাস-মিনিবাস ইত্যাদি মধ্যম ও ভারী যাত্রীবাহী মোটরযানের সর্বোচ্চ গতিসীমা (কি:মি:/ঘণ্টা)	ট্রাক, মিনিট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ইত্যাদি মালবাহী মোটরযানের সর্বোচ্চ গতিসীমা (কি:মি:/ঘণ্টা)	মোটরসাইকেল এর সর্বোচ্চ গতিসীমা (কি:মি:/ঘণ্টা)	ট্রেলরযুক্ত আর্টিকুলেটেড মোটরযানের সর্বোচ্চ গতিসীমা (কি:মি:/ঘণ্টা)	ট্রি-হইলারের সর্বোচ্চ গতিসীমা (কি:মি:/ঘণ্টা)
এক্সপ্রেসওয়ে: সার্ভিস লেনসহ সড়ক ও মহাসড়কের চার লেন বা ছয় লেন বিশিষ্ট ডিভাইডেড এক্সপ্রেসওয়ে রাস্তার প্রস্থ: সার্ভিস লেন বাদে একমুখী রাস্তার প্রস্থ ৯.৮ মিটার থেকে ১৩.৪৫ মিটার	৮০	৮০	৫০	৬০	৫০	চলাচল নিষিদ্ধ
জাতীয় মহাসড়ক (ক্যাটাগরি-এ): সার্ভিস লেন ব্যতীত চার লেন বা ছয় লেন বিশিষ্ট ডিভাইডেড জাতীয় মহাসড়ক রাস্তার প্রস্থ: সার্ভিস লেন বাদে একমুখী রাস্তার প্রস্থ ৯.৮ মিটার থেকে ১৩.৪৫ মিটার	৮০	৮০	৫০	৫০	৫০	চলাচল নিষিদ্ধ

মুহাম্মদ

জাতীয় মহাসড়ক (ক্যাটাগরি-বি) ও আঞ্চলিক মহাসড়ক: দুই লেন বিশিষ্ট দ্বিমুখী ডিভাইডারবিহীন মহাসড়ক/ আঞ্চলিক মহাসড়ক রাস্তার প্রস্থ: ১০.৩ মিটার	৭০	৭০	৪৫	৫০	৪৫	চলাচল নিষিদ্ধ
জেলা সড়ক রাস্তার প্রস্থ: ৬.৭ মিটার থেকে ৮.৫ মিটার	৬০	৬০	৪০	৫০	৪০	চলাচলের অনুমতি সাপেক্ষে ৩০
সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা সদরের মধ্য দিয়ে ব্যবহৃত জাতীয় মহাসড়ক ও আঞ্চলিক মহাসড়ক রাস্তার প্রস্থ: ১০.৩ মিটার কমপক্ষে ৬ লেনে বিভক্ত, পৃথক হাঁটা এবং পারাপার সুবিধা।	৪০	৪০	৩০	৩০	৩০	চলাচলের অনুমতি সাপেক্ষে ৩০
জাতীয় মহাসড়ক ও আঞ্চলিক মহাসড়ক ছাড়া সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা সদর এর অভ্যন্তরীণ সড়ক	৪০	৪০	৩০	৩০	-	চলাচলের অনুমতি সাপেক্ষে ৩০
উপজেলা মহাসড়ক রাস্তার প্রস্থ ৭.৩-১১ মিটার।	৪০	৪০	৩০	৩০	৩০	চলাচলের অনুমতি সাপেক্ষে ৩০
শহর এলাকায় প্রাইমারী আরবান সড়ক অবিভক্ত ও দুই লেন বিশিষ্ট।	৪০	-	-	৩০	-	চলাচলের অনুমতি সাপেক্ষে ৩০
শহর এলাকায় সংকীর্ণ/শেয়ার রোড ও অন্যান্য সড়ক অবিভক্ত ও দুই লেন বিশিষ্ট।	৩০	-	৩০	২০	-	চলাচলের অনুমতি সাপেক্ষে ২০
গ্রামীণ সড়ক রাস্তার প্রস্থ ৩.০-৩.৭ মিটার।	৩০	-	-	৩০	-	৩০

৩. সাধারণ নির্দেশাবলী:

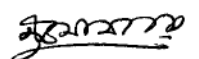
৩.১ সড়কের শ্রেণি ও মোটরযানের শ্রেণি/ধরণ অনুযায়ী অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত গতিসীমাই হবে সর্বোচ্চ গতিসীমা। এ গতিসীমা আবশ্যিকভাবে মেনে সড়ক/মহাসড়কে মোটরযান চালাতে হবে।

মুহম্মদ

- ৩.২ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, আবাসিক এলাকা এবং হাট-বাজার ইত্যাদি সংলগ্ন সড়ক বা মহাসড়কে মোটরযানের সর্বোচ্চ গতিসীমা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা রাস্তা নির্মাণকারী বা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত হবে; তবে তা কোনোক্রমেই জাতীয় মহাসড়কের ক্ষেত্রে ৪০ কিলোমিটার/ঘণ্টা এবং আঞ্চলিক মহাসড়কের ক্ষেত্রে ৩০ কিলোমিটার/ঘণ্টার অধিক হবে না;
- ৩.৩ জরুরি পরিষেবায় নিয়োজিত মোটরযান, যেমন: অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস ইত্যাদির ক্ষেত্রে উক্ত গতিসীমা শিথিলযোগ্য হবে;
- ৩.৪ সর্বোচ্চ গতিসীমার এই বাধ্যবাধকতা শুধুমাত্র স্বাভাবিক অবস্থায় প্রযোজ্য হবে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, প্রখর রোদ, অতিরিক্ত বৃষ্টি, ঘনকুয়াশা ইত্যাদি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণযোগ্য নিরাপদ গতিসীমা প্রযোজ্য হবে; দৃষ্টিসীমা বেশি মাত্রায় কমে গেলে বা একেবারেই দেখা না গেলে মোটরযান চালানো বন্ধ রাখতে হবে;
- ৩.৫ এক্সপ্রেসওয়ে, জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়কের উভয়দিকের প্রবেশমুখ ও নির্দিষ্ট দূরত্বে যানবাহনভিত্তিক নির্ধারিত গতিসীমা সংক্রান্ত সাইন রাস্তা নির্মাণকারী বা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদর্শন করতে হবে;
- ৩.৬ মোটরযানের শ্রেণি/ধরণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন গতিসীমার জন্য একই পোস্টে মোটরযানের নাম ও ছবি সম্বলিত গতিসীমার সাইন প্রদর্শন করতে হবে; এবং
- ৩.৭ পাহাড়ী এলাকা, আঁকাবাঁকা সড়ক, বাঁক, ব্রিজ, রেল বা লেভেলক্রসিং, সড়ক সংযোগস্থল, বাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের সামনে সাইনে প্রদর্শিত গতিসীমা প্রযোজ্য হবে।

৪। বিশেষ নির্দেশাবলী:

- ৪.১ সড়ক বাঁক, জাংশন, জ্যামিতিক কাঠামো, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, দুর্ঘটনার ঝুঁকি ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাস্তা নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মোটরযানের শ্রেণি/ধরণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট দূরত্বের জন্য ট্রাফিক সাইন ম্যানুয়াল (Traffic Sign Manual) অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড ট্রাফিক সাইন পোস্ট ও গতিসীমা প্রদর্শন/স্থাপন করবে।
- ৪.২ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ সড়কের পরিবেশ ও নিরাপত্তা ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে নিরাপদ এবং মানসম্মত স্থানীয় গতিসীমা নির্ধারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির (Technical methods) বিস্তারিত বর্ণনাসহ তা বাস্তবায়ন এবং প্রয়োগের বিভিন্ন ধাপ/উপায় সম্বলিত একটি সহায়ক ম্যানুয়াল প্রণয়ন করবে।
- ৪.৩ মালবাহী মোটরযানসহ অন্যান্য স্বল্পগতির মোটরযান সর্বদা সড়কের বামপাশের লেন দিয়ে চলাচল করবে। শুধুমাত্র ওভারটেক করার সময় ডান লেন ব্যবহার করতে পারবে, কখনো বাম লেন দিয়ে ওভারটেক করা যাবে না।
- ৪.৪ ওভারটেকিং নিষিদ্ধ না থাকলে রাস্তার ট্রাফিক সাইন, রোডমার্কিং দেখে এবং সামনে, পিছনে পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় জায়গা থাকলে নিরাপদ পরিস্থিতি বিবেচনায় ওভারটেক করা যাবে; এবং
- ৪.৫ ওভারটেক করার সময় সামনে বিপরীত লেনে আগত গাড়ি এবং পেছনের গাড়ির অবস্থান ও গতিবেগ দেখে ওভারটেকিংয়ের জন্য নিরাপদ দূরত্ব আছে কি না সে-সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।



৫। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ:

এ নির্দেশিকায় উল্লিখিত গতিসীমা অমান্য করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬। এ নির্দেশিকা অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে।

৭। সংশোধন/সংযোজন/পরিমার্জন:

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে সময়ে সময়ে এ নির্দেশিকা সংশোধন/সংযোজন/পরিমার্জন করতে পারবে।

